পাক্ষিক

আহ্‌মদী

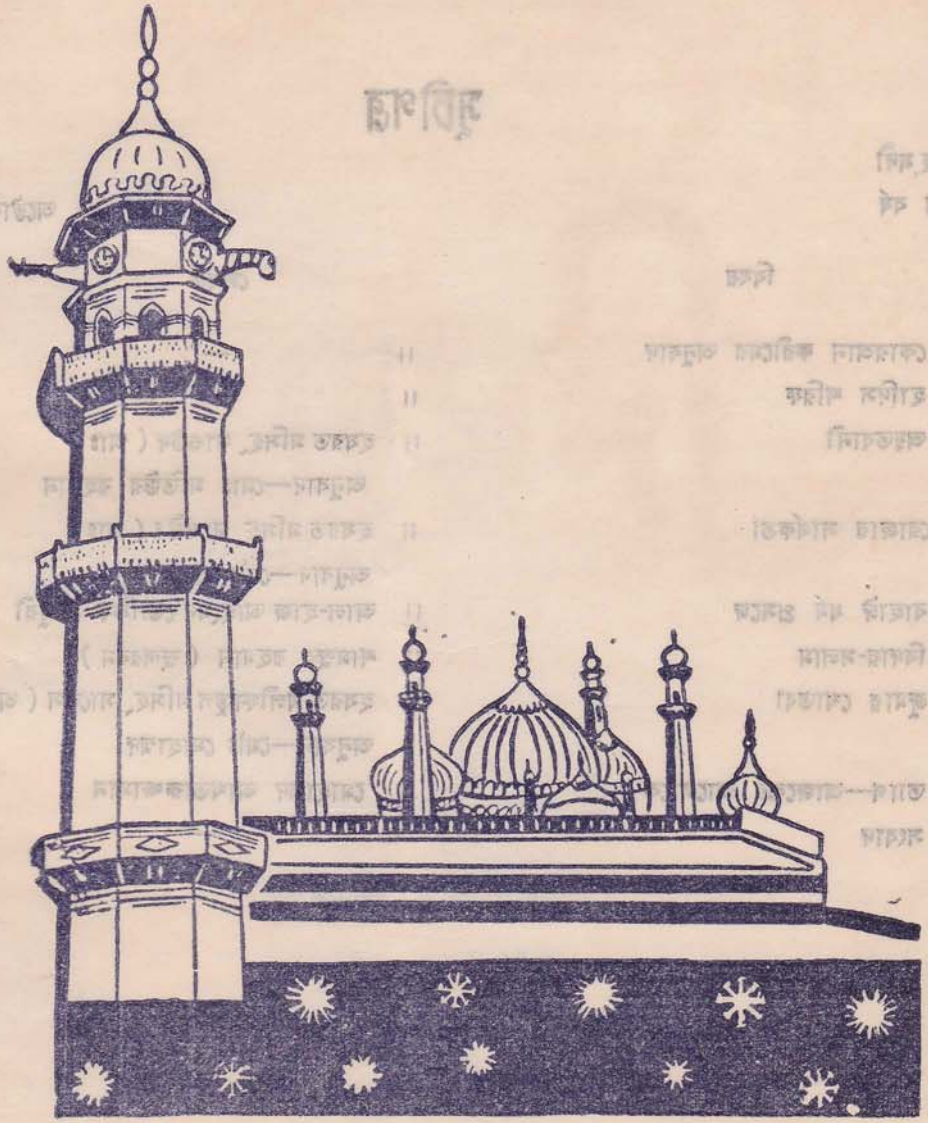

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

১১তম সংখ্যা

৩০শে আশ্বিন, ১৩৭৯ বাংলা : ১৫ই অক্টোবর, ১৯৭২ ইং : ১৫ ই, এখা, ১৩৫১ হিজরী শামসী :

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত ৬·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ ১৪ শিলিং

সূচীপত্র

আহ্‌মদী
২৪শ বর্ষ

১১তম সংখ্যা
১৬ অক্টোবর, ১৯৭২ ইং

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোরআন করীমের অনুবাদ	—	১
হাদিস শরিফ	—	৩
অমৃতবানী	হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) অনুবাদ—মোঃ মতিউর রহমান	৪
রোজার সার্থকতা	হযরত মসিহ্ মাওউদ (আঃ) অনুবাদ—মোঃ মোহাম্মদ	৫
বাহাঈ ধর্ম প্রসঙ্গে	আল-হাজ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	৬
বিদায়-সলাম	শামসুর রহমান (সুন্দরবন)	১১
জুমার খোতবা	হযরত খলীফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ—মোঃ মোহাম্মদ	১২
ত্যাগ—আজকের আলোকে	মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান	১৫
সংবাদ	—	১৭

بسم الله الرحمان الرحيم
نحمده و نصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

নব পর্যায়ঃ ২৬শে বর্ষঃ ১১তম সংখ্যাঃ
৩০শে আশ্বিন, ১৩৭৯ বাংঃ ১৫ই অক্টবর, ১৯৭২ ইংঃ ১৫ই এখা, ১৩৫১ হিজরী শামসীঃ

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

॥ সুরা কাহ্‌ফ ॥

৫ম রুকু

৩৩। এবং তুমি তাহাদের সমীপে সেই দুই ব্যক্তির উপমা বর্ণনা কর, যাহাদের একজনকে আমরা দুইটি আঙ্গুরের বাগান প্রদান করিয়াছিলাম এবং উভয় বাগানকে আমরা খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা (প্রত্যেক দিক হইতে) পরিবেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং উভয়ের মধ্যে আমরা শস্য ক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছিলাম।

৩৪। বাগান দুইটি (প্রচুর পরিমানে) স্ব স্ব ফল প্রদান করিত এবং এই ব্যাপারে কিছু মাত্র স্বল্পতা করিত না। এবং আমরা উভয়ের মধ্যে একটি নদী প্রবাহিত করিয়াছিলাম।

৩৫। এইভাবে উহা হইতে প্রচুর ফল অর্জন হইত, এই

জন্য জমীনের মালিক নিজ সঙ্গীকে, যখন সে তাহার সহিত (গর্বিত হইয়া) আপোসে আলাপ করিতেছিল, বলিল, দেখ! আমি ধনবলে তোমা অপেক্ষা বড় এবং জনবলেও আমি তোমা অপেক্ষা সম্ভ্রান্ত-সম্মানিত।

৩৬। এইরূপে সে স্বীয় আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়া (একদিন) নিজ বাগানে প্রবেশ করিল, (এবং সঙ্গীকে) বলিল, আমি মনে করি না যে (আমার) এই বাগান কখনও ধ্বংস হইবে।

৩৭। এবং আমি (ইহাও) মনে করি না যে সেই নির্ধারিত সময় কখনও কায়েম হইবে। আর যদি আমাকে আমার রবের নিকট প্রত্যাবর্তিত করা হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় (সেখানেও) ইহা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাবর্তন-স্থল পাইব।

৩৮। তাহার সঙ্গী যখন সে তাহার সহিত আপোসে আলাপ করিতেছিল, তাহাকে বলিল, তুমি কি তাঁহাকে অস্বীকার করিতেছ যিনি তোমাকে (প্রথমে) মৃত্তিকা হইতে এবং পরে বীর্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন, তারপর মানুষাকারে পূর্ণাংগ করিয়াছেন?

৩৯। (তোমার অবস্থা এই) কিন্তু (আমি বলি) আল্লাহ্‌ই আমার একমাত্র রব, এবং আমি কাহাকেও তাঁহার সঙ্গে শরীক করি না।

৪০। এবং যদিও তুমি আমাকে তোমা অপেক্ষা ধনে ও সন্তানে স্বল্পই মনে করিতেছ, তথাপি যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করিয়াছিলে তখন তুমি কেন বলিলে না যে আল্লাহ্‌ যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হইবে; কেননা একমাত্র আল্লার সাহায্য ব্যতীত আর কোন শক্তি নাই।

৪১। তবে ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব যে আমার রব আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু (বাগান) দান করিবেন এবং (তোমার) বাগানের উপর আকাশ হইতে আগুনের গোলা বর্ষণ করিবেন ফলে উহা তৃণহীন ভূমিতে পরিণত হইয়া যাইবে।

৪২। অথবা উহার পানি ভূগর্ভে এমনভাবে শুকাইয়া যাইবে যে, তুমি আদৌ উহার অনুসন্ধানের ক্ষমতা পাইবে না।

৪৩। এবং উহার (সমস্ত) ফলকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল, তখন সেই বাগানকে মাচার উপর নিপতিত অবস্থায় দেখিয়া উহার উপর (উন্নতির জন্য) সে যাহা কিছু ব্যয় করিয়াছিল, তজ্জন্য আক্ষেপ সহকারে সে তাহার উভয় কর মর্দন করিতে লাগিল এবং বলিতে লাগিল, হায়! আমি যদি আমার রবের সহিত কাহাকেও শরীক না করিতাম।

৪৪। এবং (সেই সময়) আল্লাহ্‌ ব্যতিরেকে তাহার কোন দল রহিল না, যাহারা তাহার সাহায্য করিতে পারে, এবং সে নিজেও (তাহার) কোন প্রকার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিল না।

৪৫। এরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত উপাস্য আল্লার অভিভাবকত্ব ও সাহায্যই (উপকারজনক) হয়, তিনি পুরস্কার দানে সর্ব শ্রেষ্ঠ এবং (উত্তম) পরিনাম ফল দানেও সর্বোৎকৃষ্ট।

হাদিস শরীফ

রমজানের রোজা

(১)

তোমাদের নিকট রমজান আসিয়াছে—মোবারক মাস। ইহার রোজা আল্লাহ্ ফর্য করিয়াছেন তোমাদের প্রতি। আকাশের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত করা হইয়াছে ইহার মধ্যে এবং ইহার মধ্যে দোজখের দ্বার সমূহ বন্ধ করা হইয়াছে এবং দুস্কৃতিকারী শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটি রাত্রি আছে যাহা এক হাজার মাস হইতে উত্তম। যে ইহার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ হইতে বঞ্চিত।

(আহ্মদ, নেসায়ী)।

(২)

আদম সন্তানের প্রত্যেক পূন্য কার্যের পুরস্কার উহার দশ হইতে সাত শত গুণ পর্যন্ত হইবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলিয়াছেন: রোযা ব্যতিরেকে। কারণ উহা আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং উহার পুরস্কার। সে আমার জন্য রিপু দমন করে এবং আহার পরিহার করে। রোজাদারের জন্য দুইটি আনন্দ। একটি হইল রোজা এফতার করার সময় এবং অপরটি হইল প্রভুর (আল্লাহ্র) সহিত মিলিত হইবার সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের (যিক্রে এলাহী জনিত) সৌরভ মৃগনাভীর সুগন্ধি অপেক্ষা অধিক প্রিয়। রোযা ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমাদের কেহ রোযা রাখ, মন্দ বাক্য উচ্চারণ করিবে না অথবা চেঁচামেচি করিবে না। যদি কেহ তোমাদের গালি দেয় বা মারামারি করিতে আসে, তাহা হইলে বলিও: আমি রোযাদার।

(বোখারী, মুসলিম)

(৩)

ওবেদা বিন সামেত বলিয়াছেন: আল্লাহ্র রসুল (সাঃ) বাহির হইয়া আসিলেন আমাদিগকে লায়লাতুল কদর জানাইতে। দুই মুসলমান ঝগড়া করিতেছিল। তিনি বলিলেন: আমি তোমাদিগকে লায়লাতুল কদর জানাইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু উহারা ঝগড়া করিতেছিল, আমি ভুলিয়া গেলাম। উহা জানিলে তোমাদের ভাল হইত। এখন (এতেকাফের—শেষ দশদিনের মধ্যে) নবম অথবা পঞ্চম রাত্রিতে উহার অনুসন্ধান কর।

(বোখারী)।

(৪)

আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন: হে আল্লাহ্র রসুল! লায়লাতুল কদর জানিতে পারিলে আমি কি করিব? তিনি উত্তর দিলেন: বল: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنى ! 'হে আল্লাহ্! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমাপ্রিয়। অতএব আমাকে ক্ষমা কর।' (ইবনে মাজা, তিরমিজি)।

সংকলন—আহমদ সাদেক

হযরত মসীহ মাউদ (আঃ) এর

অমৃত বানী

পবিত্র কোরআনের আনুগত্যের বরকতসমূহ

(১) "তোমাদের জন্য আর একটি অত্যাবশ্যকীয় উপদেশ এই যে, কোরআন শরীফকে অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের মত বর্জন করিওনা। কেননা ইহার মধ্যেই তোমাদের জীবন নিহিত, যাহারা কোরআন শরীফকে সম্মান দিবে তাহারা আকাশে সম্মান লাভ করিবে। যাহারা কোরআনকে সকল হাদীস এবং সকল উক্তির উপর প্রাধান্য দিবে তাহাদিগকেও আকাশে প্রধান্য দান করা হইবে। পৃথিবীতে মানবজাতীর জন্য কোরআন ব্যতীত কোন ধর্মগ্রন্থ নাই। আদম সন্তানের জন্য বর্ত্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত কোন রসুল এবং শাফায়াতকারী (ত্রানকর্ত্তা) নাই।"

[কিশতিয়ে নুহ (আঃ)]

(২) "যে জ্ঞানের উন্নতি চাহে তাহার মনোযোগের সহিত কোরআন পাঠ করা উচিত। যেখানে বোধগম্য না হয় জিজ্ঞাসা করা উচিত। যদি কোন তত্ত্ব না বুঝা যায় তাহা অন্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া উপকৃত হওয়া উচিত।" [আলহাকাম ১৭ই জুলাই ১৯০২ সন]

(৩) "যাহারা কোরআন করীমের মাধ্যমে জীবনকে পরিচালিত করে তাহারাই সফলতা লাভ করিবে। কোরআনকে ছাড়িয়া সফলতা লাভ করা একটি অসম্ভব এবং অপ্রাকৃতিক বিষয়"। [আলহাকাম ১৩ই জানুয়ারী ; ১৯০১ সন]

(৪) "যতক্ষন পর্য্যন্ত মুসলমানগণ কোরআন করীমের পূর্ণ অনুসারী এবং অনুগামী না হইবে ততক্ষন পর্য্যন্ত তাহারা কোন প্রকার উন্নতি করিতে পারিবেনা। তাহারা কোরআন শরীফ হইতে যতটুকু অপসারিত হইতেছে উন্নতির সোপান এবং পথ হইতে ততটুকু দুরে সরিয়া যাইতেছে," [আলহাকাম, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯০৫ সন।]

(৫) "কোরআন শরীফ যাহা আঁ হযরত (সাঃ) এর আনুগত্যের কেন্দ্রভূমি, এমন একখনা পুস্তক যাহার আনুগত্যের মাধ্যমে এই দুনিয়াতেই মুক্তির ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়, কেননা ঐ পুস্তকই প্রকাশ্য এবং গোপনীয় দুই পন্থার মাধ্যমে ত্রুটি পূর্ণ আত্মা সকলকে সংশয় ও সন্দেহ হইতে মুক্তিদান করিয়া পূর্ণ মর্য্যাদায় ভূষিত করে," [বরাহীনে আহমদীয়া চতুর্থ ভাগ, ২৯৭ পৃষ্ঠা হাশিয়া দর হাশিয়া-২]

(৬) "কোরআন করীমই সবচেয়ে সরল পথ এবং বৃহৎ মাধ্যম যাহা দৃঢ় বিশ্বাসের জ্যোতি সমূহের ধারাবাহিকতায় পরিপূর্ণ। ইহা আমাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গল এবং জ্ঞানের উন্নতির জন্য পূর্ণ পথনির্দ্দেশক। ইহা সমস্ত দুনিয়ার ধর্মীয় বিবাদ

সমূহ মীমাংসা করিবার জন্য মীমাংসা-কারী হইয়া আসিয়াছে। ইহার সহিত ইহার প্রতিটি শব্দের এবং বাক্যের সহস্র ধারাবাহিকতা আছে। ইহার মধ্যে আমাদের জীবনের "আবে হায়াত" (জীবন বারী) পূর্ণভাবে বিদ্যমান। ইহার মধ্যে বহু দুর্লভ এবং অমূল্য রত্নাবলী লুক্কায়িত আছে যাহা প্রতিদিন প্রকাশ হইতে থাকে। ইহাই একটি প্রকৃষ্ট কষ্টি পাথর যাহার সাহায্যে আমরা সুপথ এবং কুপথের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারি। ইহা একটি প্রজ্জলিত প্রদীপ, সঠিক পথের দিশারী।" [এযালায়ে আওহাম, ৫২৪ পৃষ্ঠা]

(৭) "তোমরা কোরআন শরীফকে গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ কর এবং উহার সহিত এইরূপ প্রনয় ও অনুরাগের সম্বন্ধ স্থাপন কর যেরূপ প্রনয় বা অনুরাগের সম্বন্ধ কাহারও সহিত কার নাই, কেননা খোদাতায়ালা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন "আল খায়রু কুল্লুহু ফিল কোরআনে অর্থাৎ যাবতীয় কল্যান কোরআনে নিহিত আছে," ইহাই সত্য। আক্ষেপ তাহাদের জন্য যাহারা কোরআন শরীফের উপর অন্য বস্তুকে প্রাধান্য দেয়, তোমাদের যাবতীয় সফলতা এবং মুক্তির উৎস কোরআন শরীফ, তোমাদের এমন কোন ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় বিষয় নাই যাহা কোরআন শরীফে নাই, কোরআন শরীফই কেয়ামতের দিনে তোমাদের ইমানের একমাত্র মানদণ্ড হইবে।.....এই নেয়ামতের মর্য্যাদা দান কর যাহা তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। ইহা অতি প্রিয় নেয়ামত, ইহা এক মহাসম্পদ। যদি কোরআন শরীফ অবতীর্ণ না হইত তাহা হইলে সমস্ত দুনিয়া অপবিত্র মাংস পিণ্ডের ন্যায় থাকিয়া যাইত। কোরআন শরীফ সেই ধর্ম্মগ্রন্থ যাহার মোকাবেলায় অন্য সকল ধর্ম্মগ্রন্থই তুচ্ছ" [কিশতিয়ে নুহ]

(মজলিসে আনসারুলল্লাহ কর্তৃক প্রকাশিত প্রচার পত্রের বঙ্গানুবাদ—) **মোহাম্মদ মতিউর রহমান।**

রোজার সার্থকতা

কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত্ত থাকাই রোজার উদ্দেশ্য নহে, বরং ইহার একটি হকিকত এবং প্রভাব আছে, যাহা অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই ইহা নিহিত আছে যে মানুষ যত কম খায়, ততই তাহার আত্মশুদ্ধি এবং কাশফের (আধ্যাত্মিক দর্শন) শক্তি সমূহ বৃদ্ধি পায়।

খোদার অভিপ্রায় ইহাই যে একটি খাদ্যকে কম করিয়া অপর একটি খাদ্যকে বর্দ্ধিত করা। রোজাদারকে সর্বদাই ইহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। খোদাতায়লার জিকর বা স্মরনের মধ্যেই সময় কাটান উচিত যেন সংসারের মোহ দুর হয় এবং সংসারে অনাসক্তি জন্মে। অতএব রোজার উদ্দেশ্য ইহাই যে মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করিয়া অন্য খাদ্য গ্রহন করে যাহা আত্মার প্রশান্তি এবং তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু খোদার জন্যই রোজা রাখে এবং আচার অনুষ্ঠান রূপে রোজা রাখেনা তাহার উচিৎ সে যেন সর্ব্বদা আল্লাহ্‌র হাম্‌দ (প্রসংশা) ও তসবীহ এবং গুনগানের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, যাহাতে তাহার দ্বিতীয় খাদ্যের সৌভাগ্য লাভ হয়।" "আল-হাকাম, ১৭ই, জানুয়ারী, ১৯০৭ ইং"।

বাহাঈ ধর্ম প্রসঙ্গে

—আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

শিয়াদের একটি প্রধান দলের নাম হল—ইসনে আশারিয়া। এদেরই এক উপসম্প্রদায় 'শেয়খিয়া' নামে পরিচিত। এদের বিশ্বাস হল দ্বাদশ ইমাম আসকারী—যিনি গায়েব ইমাম রূপে পরিচিত; তিনিই এক কালে 'কায়েম বা ইমাম মহ্দী' রূপে অবির্ভূত হবেন। (আল কাওয়াকিব, ৪৫ পৃঃ)। উক্ত শিয়া সম্প্রদায়ের এও বিশ্বাস যে,—গায়েব ইমাম, যিনি পৃথিবীর কোন এক নিভৃত গুহায় অবস্থান করছেন, তিনি মধ্যে মধ্যে বিশিষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে দর্শন দিয়ে থাকেন (ইকমালুদ্দীন, ৫৬ পৃঃ)। এই সব দর্শন প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে 'বাব' বা 'দ্বার' নামে অভিহিত করা হয়। সর্বমোট চার ব্যক্তি 'বাব' হওয়ার দাবী করেন। এর পর এই বিশ্বাস ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে যায়।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ শে মার্চ শেয়খিয়া সম্প্রদায়ের সৈয়দ আলী মোহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি পুনরায় 'বাব' হওয়ার দাবী করেন। তাঁর এই দাবী শেষ পর্য্যন্ত মাহ্দী হওয়ার দাবীতে উন্নীত হয়। তিনি দল গঠন করে রাজনৈতিক ও যোদ্ধা মাহ্দীরূপে আত্ম প্রকাশ করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। ফলে সরকার ও উলামাদের কোপদৃষ্টিতে পতিত হন। উলামাদের চাপে এক সময় তিনি জান বাঁচাবার জন্য এক মসজিদে উপস্থিত হয়ে প্রকাশ্যে তওবা করেন ও মাহ্দী হওয়ার দাবী পরিত্যাগ করেন (আল হারাব, ১৭৩ পৃঃ)। কিন্তু এর পরও তিনি গোপনে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন, ফলে তৎকালীন পারশ্য সরকার তাঁকে গ্রেফতার করে হাজতে বন্দী করে রাখেন।

'বাব' যখন বন্দী তখন তাঁর শিষ্যরা খোরাশানের রাজধানী বাগ্দাদে এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। উক্ত সভায় উলামাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ শিষ্যগন নানারূপে মতামত ব্যক্ত করেন। বাবের এক বিশিষ্ট শিষ্যা—উম্মে ছালমা যিনি কুর্রাতুল আইন নামে সমাধিক পরিচিতা তিনি কোরআণী শরিয়তকে মনছুখ বা রাহিত করে নূতন শরিয়ত প্রবর্তনের প্রস্তাব পেশ করেন (নাছিখুল তাওয়ারিখ, ৩য়খণ্ড)। এই প্রস্তাব হুসেন আলী নামক এক প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী শিষ্য সমর্থন করেন। কিন্তু অধিকাংশ সদস্যই এর বিরোধীতা করেন। শেষ পর্যন্ত কুর্রাতুল আইন ও হুসেন আলীর মিলিত প্রস্তাবটি জেল খানায় আলী মোহাম্মদ বাবের নিকট উপস্থাপিত করা হলে বাব তাতে সম্মতি প্রদান করেন (আল কাওয়াকীব, ২২৩পৃঃ)। সেই থেকেই বাব সম্প্রদায় ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে এক নূতন বিধানের প্রবর্তন করে।

এদিকে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্র দ্রোহীতার অপরাধে মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে আলী মোহাম্মদ বাবকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এর পর মীর্জা ইয়াহিয়া নামক এক ব্যক্তি সোবহে আজল খেতাব ধারন করে এই সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহন করেন। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে একদল বাবী তাদের ধর্ম গুরুর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহনের উদ্দেশ্যে তৎকালীন পারশ্য রাজ্যের উপর ব্যর্থ হামলা করে—ফলে অগ্নি কন্যা উম্মে ছালমা (কুর্রাতুল আইন) সহ অনেককেই মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। ঐ মামলায় হুসেন আলীও অন্যতম আসামী

ছিলেন। কিন্তু তিনি জনৈক প্রভাবশালী প্রাক্তন উজীরের পুত্র হওয়ায় এবং বৃটিশ ও রাশিয়ান দূতাবাসের হস্তক্ষেপের ফলে শেষে মুক্তিলাভ করেন। (বাহাউল্লাকি তালিমাত, ১৮ পৃঃ)।

উলমা সম্প্রদায় এবং সরকারের কোপদৃষ্টিতে পতিত হওয়ার ফলে পারশ্যে অবস্থান করা বাবীদের জন্য সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে সোবহে আজলের নেতৃত্বে বাব পন্থীরা বাগদাদ গমন করে। মুক্তি লাভের পর হুসেন আলীও তাঁর পরিবার পরিজন সহ বসবাসের জন্য বাগদাদ যাত্রা করেন। উল্লেখ যোগ্য যে মীর্জা ইয়াহিয়া ছিলেন হুসেন আলীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

বাগদাদে যাওয়ার পর হুসেন আলী ও ইয়াহিয়ার দলের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি হয়। বাব তাঁর রচিত 'আল বয়ান' পুস্তককে শরিয়ত গ্রন্থ হিসাবে মনোনীত করে যান। কিন্তু সোবহে আজল ইয়াহিয়া বাগদাদে যাওয়ার পর তৎকৃত 'আল মুস্তাইকাজ' নামক পুস্তককে শরিয়ত গ্রন্থ হিসাবে চালু করেন। এতে জনাব হুসেন আলীর সঙ্গে তাঁর মত বিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত হুসেনআলী পৃথক হয়ে গিয়ে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজেই এক নূতন শরিয়তের প্রতিষ্ঠাতা হওয়ার দাবী করেন। হুসেন আলী 'বাহাউল্লাহ' বা আল্লার জ্যোতি খেতাব গ্রহণ করে 'আল আকদাস' নামক এক শরিয়ত গ্রন্থ রচনা করেন। নূতন শরিয়ত চালু করার আগে বাহাউল্লা বলেছিলেন, "যদি মুসলমানরা আমাদের আন্দোলনের দাবী সমূহ গ্রহণ করতে ব্যর্থ না হয় তাহলে ইসলামী শরীয়তকে মনুছখ করা হবে না।" (ইকতাদার, ৪৭৪৮ পৃঃ)

আলমুস্তাইকাজ ও আল আকদাস শরিয়তদ্বয়কে কেন্দ্র করে উভয়দলের ঝগড়া যখন চরম আকার ধারণ করে, এমনকি খুন খারাবী পর্য্যন্ত হতে থাকে, তখন তুর্কী সরকার ১৮৬৮ সালে বাহাঈদেরকে বর্তমান ইসরায়েলের অন্তর্গত আক্কা নামক স্থানে এবং ইয়াহিয়ার সম্প্রদায় আজালীদেরকে সাইপ্রাস দ্বীপে নির্বাসিত করেন। ১৮৯২ সালে বাহাউল্লা আক্কাতেই মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্বাছ আফেন্দী আবদুল বাহা নাম ধারণ করে বাহাঈ সম্প্রাদায়ের নেতৃত্ব প্রদান করেন। কিন্তু বাহাউল্লার দ্বিতীয় পুত্র মোহাম্মদ আলী এই নেতৃত্বকে গ্রহণ না করে নিজেই এক পৃথক দলের জন্ম দেন। মোহাম্মদ আলীর মতে বাহাউল্লা ইসলামী শরিয়তকে মনছুখ করেন নাই। আব্বাছ আফেন্দী তাঁর শিক্ষার ভুল ব্যখ্যা করে ইসলামী শরীয়তকে রহিত করেন ইত্যাদি (আল কাওয়াকীব, ২য় খণ্ড, ৩১ পৃঃ)।

বাহাঈ নেতা আবদুল বাহার মৃত্যুর পর তাঁরই অসিয়ত অনুযায়ী তাঁর দৌহিত্র সৌকী আফেন্দী বাহাঈধর্মের নেতার দায়িত্ব বা অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। সৌকী আফেন্দীর মৃত্যুর পর জনৈক আমেরিকান নেতা হওয়ার দাবী করেন। কিন্তু বাহাঈ সম্প্রদায় তাঁকে গ্রহণ না করে নয় সদস্যের এক কমিটি গঠন করে ধর্মের পরিচালন ভার উক্ত কমিটির উপর ন্যস্ত করেন। বর্তমানে এই নয় নেতাই বিশ্ব বাহাঈ সম্প্রদায়ের নিয়ামক ও পরিচালক।

বাহাউল্লার দাবী ঃ

বাহাউল্লাহ প্রথম দিকে ইসলামী শরিয়তেরই অনুসারী ছিলেন। তিনি বলেন, "মোহাম্মদের (সাঃ) শরিয়ত সকল দিক দিয়ে পূর্ণ ও কামেল। ত্রুটি হল মুসলমানদের, কেননা তারা এর উপর আমল করে না। মুসলমানরা যদি এঁর বিধান পালন করত তাহলে পৃথিবীতে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হত।" (বাবুল হায়াত, ৬৮ পৃঃ)। কিন্তু বাবের মতবাদ গ্রহণ করার ফলে উলামাদের ও সরকারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইসলামী বিধানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন, এবং ঘোষণা

করেন যে, ইসলামী শরিয়তের আয়ু মাত্র এক হাজার বৎসর ; এক হাজার বৎসর পর এই শরিয়ত বিধান আকাশে উঠে যায়। এবং এক নূতন শরিয়তের আবির্ভাব ঘটে। তাঁর মতে তৎপ্রণীত আকদাস গ্রন্থেই সেই নূতন শরিয়ত লিপিবদ্ধ রয়েছে। এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে বাহাউল্লা, আবদুল বাহা অথবা বাব এদের কেহই নবী হওয়ার দাবী করেন নাই (আল-নাহাইয়া, ৪৯ পৃঃ)। বাহাঈরা বাহাউল্লাকে কখনও নবী মনে করে না (কাওয়াকীবে হিন্দ, ভলিয়ম, ৬, ৪র্থ নম্বর, ১৭ই মে ১৯২৮ ইং)। কাওয়াকীবে হিন্দের মতে, "বাহাঈদের মতে নবুওত শেষ হয়েছে।.....কিন্তু আল্লার শক্তি শেষ হয় নাই। অতএব তারা নূতন প্রকাশকে গ্রহণ করেছে, যা নবুওত থেকে শক্তিশালী। .....তারা যা বলে তা হল, মুস্তাকীল খোদাই জহুর।" (ভলিয়ম, ৬, ২৪শা জুন ১৯২৮ ইং)। অকদাস আল্লা কর্তৃক কোন অবতীর্ণ গ্রন্থ নয় বরং 'ইকান' নামক পুস্তকের মতে বাহাউল্লা থেকে অবতীর্ণ (২১৬ পৃঃ)। স্বয়ং বাহাউল্লা বলেন, "এই মুহূর্তে কয়েদখানা থেকে যে কথা বলছে সেই সব কিছুর স্রষ্টা।" (মজমুয়া আকদাস, ২৮৯ পৃঃ)। অন্যত্র বলেছেন, "এই কয়েদখানায় যে আছে, সেই আমি ছাড়া এই মুহূর্তে অন্য কোন খোদা নেই।" (মুবীন, ২৮৬ পৃঃ) এক কথায় বাহাঈগণ বাহাউল্লাকে খোদার বিকাশ বলেই মনে করে।

আলবয়ানের কতিপয় শিক্ষা ঃ

আলবয়ান ১৯ খণ্ডে, ১৯ অধ্যায়ে লেখার কথা ছিল (আলকাওয়াকীব, ৪০৬ পৃঃ) কিন্তু সম্ভব না হওয়ায় ৯ খণ্ডে, ৯ অধ্যায়ে লেখা হয় (ঐ, ৪১০ পৃঃ)। আল-বয়ান থেকে এখানে বাবের কতিপয় শিক্ষা উদ্ধৃত করা গেল।

১। আলবয়ান ছাড়া অন্য পুস্তক পাঠ নিষিদ্ধ (ওয়াহিদ-৪, বাব-১০)

২। যারা বাবী মতবাদ গ্রহণ করবে না তাদেরকে হত্যা করতে হবে (মাকাতিব, ২য় খণ্ড, ২৬৬ পৃঃ)

৩। যারা বাবের ধর্ম গ্রহণ করবে না তাদের সমস্ত সম্পদ কেড়ে নিতে হবে (ওয়াহিদ-৫)

৪। বাবী রাজার কাজ হবে, তাঁর রাজ্যে কোন অবাবীকে জায়গা না দেওয়া (বাব-৪, ওয়াহিদ-৮)

আকদাসের শরিয়ত বিধান ঃ

বাহাউল্লা থেকে অবতীর্ণ গ্রন্থ (ইকান, ২১৬ পৃঃ) 'আকদাস' আজ পর্যন্ত ছাপা হয় নাই। বাহাঈ নেতা স্যার আবদুল বাহা নির্দেশ দিয়ে গেছেন, "যদি আকদাস ছাপা হয় তাহলে তা প্রচারিত হয়ে মন্দ লোকের হাতে গিয়ে পৌঁছবে। অতএব ইহা ছাপার অনুমতি নাই। (জওয়াব নামা জমিয়ত লাহাই, ৩৭ পৃঃ)।

এখানে উল্লেখ যোগ্য যে বিখ্যাত ইসলাম প্রচারক মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী যখন ফেলিস্তিন বা বর্তমান ইসরায়েলে ছিলেন তখন তিনি বাহাই নেতা সৌকী আফেন্দী এবং বাহাউল্লার পুত্র মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাহাঈ ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ঐ সময় তিনি বাহাউল্লা লিখিত আকদাস গ্রন্থেরও হুবহু নকল করে নেন, এবং কাবাবীর (হাইফা) আহ্‌মদীয়া প্রেস থেকে ছেপে প্রকাশ করেন। এখানে আকদাস থেকে জনাব বাহাউল্লার কতিপয় শিক্ষা পেশ করা হল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পুস্তক থেকেও কিছু নির্দেশ উদ্ধৃত করা হল।

(১) সব জিনিসই পবিত্র (১৬১, ১৬২) সব কিছুই খাওয়া জায়েজ (বাহাউল আছার, ১ম খণ্ড, ২৩ পৃঃ)

(২) পোষাকের ব্যাপারে কোন বাঁধা নিষেধ নাই (৩৪৪)

(৩) দাড়ি রাখা না রাখা ইচ্ছাধীন (৩৪৪) তবে মস্তক মুণ্ডন করা যাবে না (১০১)

(৪) ঘরে সুন্দরের জন্য ছবি রাখা নিষেধ (৬৪)

(৫) সপ্তাহে একবার স্নান করলেই চলবে (২২৮) বা শীতের সময় তিন দিনে একবার এবং গরমের দিনে একবার ধৌত করবে (৩৩০)।

(৬) পিতার বিধবাকে বিয়ে করা নিষেধ (২৩৫)। অন্য কারো সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই।

(৭) বীর্যপাতে অপবিত্র হয় না (২৫৮)।

(৮) দুইটির বেশী বিয়ে করা নিষেধ (১৩০)। কিন্তু আবদুল বাহা পরে একটির বিধান জারী করেন, (আছরে জাদীদ, ১৭৪)। অবশ্য বাহাউল্লাহ তিনটি বিয়ে করেছিলেন।

(৯) কুমারীকে নিজের সেবায় নিয়োগ করা জায়েজ (১৩০) ব্যভিচার করলে ১৯ মিসকাল মাত্র জরিমানা দিতে হবে।

(১০) বৎসর ১৯ মাসে হবে (২৬৯)।

(১১) বাহাউল্লার জীবদ্দশায় তাঁর দিকে ফিরে এবং মৃত্যুর পর তাঁর কবরের দিকে ফিরে প্রার্থনা করতে হবে। ১৪, ১৫, ২৯২)। বাহাঈরা বর্তমানে তাঁর কবরের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করে (দুরুছল দায়ানাহ্, ২৪ পৃঃ) ঐ কবরকে তারা সেজদাও করে থাকে।

(১২) নামাজ সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় মাত্র ৯রাকাত (১৩)। বিস্তারিত বর্ণনা অন্যত্র দিবেন (১৯) বলে বলেছিলেন কিন্তু তা আর দেওয়া হয় নাই।

(১৩) ১৯ দিনে মাস, ১৯ দিন রোজা। রোজার দিনে যৌন কর্ম সিদ্ধ।

(৭৪) বিবাহে ১৯ মিশকাল স্বর্ণ মাহরানা দিতে হবে। গরীবরা কি করবে তার উল্লেখ নেই।

(১৫) ধনী বাহাঈকে দামী বাক্সে এবং সিল্ক কাপড়ে কাফন দিয়ে দাফন করতে হবে (২৭০ ২৭৯)।

(১৬) মেয়ে পিতার পরিত্যক্ত বাড়ী ঘর ও কাপড় ইত্যাদি পাবে না (৫৬)। অবশ্য বাহাঈরা নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা প্রচার করে থাকেন।

জনৈক বাহাঈর সঙ্গে আলোচনাঃ

কিছু দিন আগে জনৈক বাহাঈ প্রচারক এসেছিলেন আমার বাসায়। পরপর তিন দিন আলাপ হল। তিনি বল্লেন যে তাঁদের ধর্মের মূল শিক্ষা হল, সমগ্র মানবজাতি একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, বাহাঈ ধর্ম সমগ্র বিশ্বের জন্য, নারী পুরুষের সমান অধিকার, বিশ্বে একটী আন্তর্জাতিক ভাষা থাকা প্রয়োজন, একটী বিশ্ব-বিচার লয় থাকতে হবে, যুগে যুগে আগত সকল ধর্ম প্রবর্তকগণই এক আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত, যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করতে হবে, বিদ্যা শিক্ষা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক, সকল মানুষকে ভাল বাসতে হবে, বিজ্ঞান ও ধর্মের সমন্বয় সাধন, কুসংস্কার থেকে মুক্তি লাভ ইত্যাদী। আমি বল্লাম, 'এর মধ্যে তো এমন নূতন কিছু নেই যা ইসলামে পাওয়া যায় না। আপনার বর্ণিত সব কিছুইতো ইসলামে রয়েছে, অতএব ইসলামকে বাদ দিয়ে নূতন ধর্ম গ্রহণ করার প্রয়োজন কি? বিস্তারিত আলোচনার পর তিনি নীরব হয়ে গেলেন। তাঁকে বল্লাম, আপনার মতে বর্তমানে আক্দাস হল একমাত্র শরিয়তগ্রন্থ, কিন্তু আমরা মনে করি কোরআনের বিদ্যমানতায় অন্য কোন শরিয়তের প্রয়োজন নেই। অতএব যাচাই করে দেখতে হলে কোরআন এবং আক্দাসকে তুলনামূলক ভাবে পাঠ করিতে হবে। আপনি কি আমাকে আক্দাস গ্রন্থ দেখাতে পারেন? তিনি বল্লেন, না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ঐ গ্রন্থ দেখেছেন?" উত্তরে জানালেন, না। আমি বল্লাম, কোরআনের বাহক এবং কোরআনী শিক্ষার মূর্তিমান আদর্শ হযরত মহাম্মদের (সাঃ) জীবনী আমাদের কাছে রয়েছে। আপনারা কি অনুরূপ

আক্দাসের মূর্তিমান আদর্শরূপে জনাব বাহাউল্লার জীবনী পাঠ করে দেখার জন্য দিতে পারেন?" তিনি পরে দিবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা পাওয়া যায় নাই। সকল শেষে বল্লাম, "ইসলামের এই দুর্দিনে আল্লাতালা তাঁর ওয়াদা অনুযায়ী কোরআনী শরিয়তের হেফাজত এবং তা প্রচারের জন্য মসিহে মওউদ হযরত মীর্জা গোলাম আহমদকে (আঃ) (জন্ম, ১৮৩৫) পাঠিয়েছেন। তিনি এসে ঘোষণা করেছেন, 'সমস্ত কল্যাণই কোরআনে নিহিত রয়েছে।' কোরআনের শিক্ষা প্রচারের জন্য তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ঐ সব গ্রন্থের মধ্যে 'ইসলামী উসুল কি ফিলসফী' বা 'ইসলামী শিক্ষার দার্শনিক ব্যাখ্যা' একটী। আপনি জনাব বাহাউল্লার এমন একটী পুস্তক আমাদেরকে দেখান যা বর্ণিত পুস্তকের বিষয় বস্তু থেকে উৎকৃষ্ট শিক্ষা পেশ করুন।" তিনি প্রয়োজনীয় কিতাবাদি এবং একজন নামকরা প্রচারক (পাইওনিয়ার) নিয়ে পরে আমার সংগে দেখা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান। ইদানিং জানতে পারলাম ঐ নামকরা প্রচারককে নিয়ে তিনি ময়মনসিংহ এসে প্রচার করে গেছেন, কিন্তু আমার সংগে সাক্ষাৎ করেন নাই।

শেষ কথা ঃ

ইসলামী শরিয়ত পূর্ণ শরিয়ত (৫ঃ ৪)। আল্লাহতালা ইসলামকেই একমাত্র ধর্ম হিসাবে মনোনিত করেছেন (৩ঃ২০)। কোন কালেই যাতে ইসলাম পৃথিবীর বক্ষ থেকে নীশ্চিহ্ন হয়ে না যায় সেজন্য আল্লাতালা কোরআনী শরিয়তের হেফাজতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (১৫ ঃ ১০)। যারা ইসলাম ব্যতিত অন্য ধর্মের অনুসন্ধান করে, আল্লাতালা বলেন, তাদের কাছ থেকে তা কখনও গ্রহনীয় হবে না (৩ঃ৮৬)। রব্বুল আলামীন খোদা কোরআনের শিক্ষাকে সকল দেশ, কাল ও জগতের জন্য প্রেরন করেছেন (৩৮ঃ৮৮)। সমগ্র মানব জাতির জন্য পবিত্র কোরআনে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বিষয় নিবিষ্ট করা হইয়াছে (১৮ঃ৫৫) এই কোরআনের শিক্ষার কখনও পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন হবেনা, আর এই শরিয়তকে বাদ দিয়ে আর কোথাও আশ্রয় খুঁজে পাওয়া যাবে না (১৮ঃ২৮)। কোরআনের শিক্ষা চিরস্থায়ী—(৯৮ ঃ৪) কোরআনের মহান বাহক হযরত মোহাম্মদ (সঃ) সর্ব যুগের, সর্বকালের ও সমস্ত জগতের রহমত স্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন (২১ ঃ১০৮)। তিনি মানুষ মাত্রেরই জন্য (৭ঃ১৫৯)। অতএব, যতদিন এই মাটির পৃথিবীতে মানুষ বাস করবে ততদিন একমাত্র হযরত মোহাম্মদই (সঃ) মানব জাতির আদর্শ হয়ে থাকবেন, কেননা তাঁর আদর্শই সর্বোৎকৃষ্ট (৬৮ঃ৫)। হাদিস পাঠ করলেও আমরা জানতে পারি যে, আঁ-হযরত (সঃ) সমগ্র সৃষ্টির জন্য (মুসলেম)। পূর্বাপর সকলের মধ্যে তিনিই সবচাইতে সম্মানিত (তিরমিজী)। তিনি আদম সন্তানের নেতা (মুসলেম)। সকল নবীই তাঁর নিশানের নীচে দণ্ডায়মান হবেন (তিরমিজী)। তিনিই নবীদের নেতা ও মুখপাত্র (তিরমিজী)। তাঁর উম্মতই শেষ উম্মত ইত্যাদি।

এক হাজার বৎসরে ধীরে ধীরে ইসলামের শিক্ষা পৃথিবী থেকে উঠে যাওয়ার অর্থ ইসলামের বিলুপ্তি নয়। এর অর্থ ইসলাম প্রতিষ্ঠার তিন শত বৎসর পর হাজার বৎসরে ধীরে ধীরে ইসলাম দুর্বল হয়ে পড়বে। ইসলামী শরিয়তের মনছুখ হয়ে যাওয়ার কথা বল্লে হাজার বৎসরে না বলে হাজার বৎসর পর একদিন বলা হত। বাহাঈদের মতে তো একটু একটু করে ইসলামী শরিয়ত হাজার বৎসরের মেয়াদে রহিত হয় নাই? বরং তাদের মতে বাহাঈ শরিয়তের আগমনের পর একদিনের অর্ডারেই তা বাতিল হয়ে গেছে। মহানবী (সাঃ) নিজেও ইসলামের এই অবনতির কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'তখন ইসলামের শুধু নাম এবং কোরআনের শুধু

অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকবে' (মেশকাত)। কিন্তু ঐ সময় ইসলাম ধর্মকে বাদ দিয়ে আরো অন্য কোন নূতন ধর্ম প্রেরন করবেন এমন কথা কোথায়ও বর্ণিত হয় নাই। বরং রসুল করিম (সাঃ) বলেছেন, "(ঐ অবনতির যুগে) সত্যিকার ইসলাম যদি পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে যায় তাহলে পারশ্য বংশোদ্ভুত এক মহাপুরুষ তা আবার পৃথিবীতে পুনঃস্থাপন করবেন (বোখারী)"। এখানে নূতন ধর্ম প্রবর্তনের কথা বলা হয় নাই, বরং ইসলাম-কেই পুনরায় সংস্থাপন করার কথাই বলা হয়েছে। অতএব এই সহি হাদিস দ্বারাও বাহাঈদের নূতন ধর্মের দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বাতিল হয়ে যায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হাদিসে বহু দাজ্জালের মধ্যে এক দাজ্জালের আবির্ভাব খোরাশান থেকে হবে বলে মহানবী (সাঃ) ভবিষ্যদ্বানী করে গেছেন (মেশকাত)। বাহাঈ ধর্মের ইতিহাস আলোচনা করতে যেয়ে আমরা দেখেছি যে ইসলামী শরিয়তকে বাতিল ঘোষনা করার প্রথম প্রস্তাব খোরাশানের রাজধানী বাদিস্ত শহরেই করা হয়েছিল। ইসলামের বিরুদ্ধে এই মহাচক্রান্তের অনুমান চল্লিশ বৎসর পর আল্লাতালা তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পারশ্য বংশীয় মহাপুরুষ হযরত মসিহে মওউদকে (আঃ) প্রেরন করে আহমদীয়া জমাত কায়েম করান। আজ এই জমাত সমগ্র পৃথিবীতে কোরআনের অমূল্য শিক্ষার প্রচার করে চলেছে। এই প্রচার কার্যের ফলে লক্ষ লক্ষ লোক আজ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সত্যকে গ্রহন করছেন। অনন্তর সকল প্রশংসা সর্ব জগতের প্রভু—আল্লারই জন্য নির্দ্ধারিত।

বিদায়-সালাম

শামসুর রহমান (সুন্দর বন)

সালাম জানাই, বিদায় বেলায়
প্রিয় কাদিয়ান, আজ তোমায়।
কিছু দিন তব বুকে পেয়ে ঠাঁই,
ধন্য হইনু, এই ধরায়।
বিদায় বেলায়, পরাণ কাঁদে,
তোমার কারণে, কেন গো হায়।
যাইতে যে মন চায়না এখন,
কেন বা আমি এলাম হেথায়।
সালাম জানাই মসিহ মাউদ
খলিফা আউয়াল আরো সবাই।
দোয়া কর যত গোর বাসী আজ
দোয়া মাগে এই হতভাগায়।
সালাম জানাই আমীরে জামাত
কাদিয়ানের ভাই সবায়।
সালাম জানাই মিয়া সাহেব আর
ছাত্র ছাত্রী যারা হেথায়।
সালাম জানাই মিনারে মসিহ
মসজিদ্ আকসা মোবারকে।
সালাম জানাই লঙ্গর খানার
ভাই ও ব্রাদার সবাইকে।
সালাম জানাই সব অধিবাসীরে,
যত আছে আজ কাদিয়ানে।
মুসলিম শিখ হিন্দু বৌদ্ধ
লও সালাম এই অধমের।
দোয়া কর সবে আমার লাগিয়া
যেন হতভাগা পায় নাজাত।
আজকে মাগি তোমাদের দোয়া,
বিদায় বেলায় তুলি দু'হাত।

[চলতি সালের ১৭ই মে কাদিয়ান হইতে বিদায় কালে লিখিত]

জুমআর খুতবা

হযরত খলিফাতুল মসিহ্ সানি (রাজিঃ)

অনুবাদ— মৌলবী মোহাম্মদ

পবিত্র রমযান মাসের মর্যাদা কর এবং এই দিনগুলিতে যথা সম্ভব বেশী ফললাভে যত্নবান হও।

রোজা রুহানী বিষকে দূর করে এবং আল্লাহ্ তা'লাকে দেখিবার শক্তি দেয়।

সুরাহ ফাতেহা পাঠ করিবার পর হুজুর বলেন— বন্ধুগণের জানা উচিত যে, পবিত্র কোরআন হইতে জানা যায় এই মাস নিজের সহিত বহু বরকত লইয়া আসে। মানুষ সদা বিভিন্ন পার্থিব কাজে লিপ্ত থাকে। এই কাজগুলি তাহাকে আল্লাহতালার নিকট হইতে সরাইয়া দুনিয়ার দিকে লইয়া যায়। সারা দিনের কাজের ক্ষয়ক্ষতি নামায পূরন করিয়া থাকে। মানুষ দুই তিন ঘন্টা যাবৎ পার্থিব কাজে লিপ্ত থাকার পর যখন নামাজের সময় আসে তখন সে তাঁহাকে স্মরণ করে। ইহার দ্বারা তাহার পূর্ববর্তী মরিচা দূর হইয়া যায়। আবার যখন সে পার্থিব কাজে লিপ্ত হয় তখন আবার তাহার হৃদয়ে মরিচা পড়িতে থাকে। এমন সময় দ্বিতীয় নামাযের সময় উপস্থিত হয়। ইহার ফলে উক্ত মরিচাও পরিস্কার হইয়া যায়। মোট কথা পাঁচ বারের নামায তাহার সারাদিনের কালিমা দূর করিয়া দেয়। ঠিক এমনই ভাবে সারা বছরের পুঞ্জিভূত মরিচা রমযানের রোযা দূর করিয়া দেয়। দুনিয়ায় বহু প্রকারের বিষ আছে। কতকগুলি বিষের কিছু অংশ দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং কিছু দেহের মধ্যে রহিয়া যায়। সেই সুপ্ত বিষ মানুষের স্বাস্থ্যকে নষ্ঠ করে না, কিন্তু এইগুলি তিলে তিলে জমিয়া এরূপ পরিমানে বাড়িয়া যায় যে, তখন প্রকৃতি সেগুলিকে বাহির করার তাগিদ অনুভব করে। দৈনিক নামাযের দ্বারা যে বিষগুলি দূর হয়, সেগুলির দৃষ্টান্ত ঐরূপ যেমন পানাহার করিলে উহার ফলদায়ক অংশ রক্তে পরিণত হয় এবং বিষাক্ত অংশ ঘাম, প্রস্রাব ও মল আকারে বাহির হয়। ফলে তাহার স্বাস্থ্য বহাল থাকে। বিষাক্ত বস্তুগুলি যদি তাহার দেহ হইতে বাহির না হয়, তাহা হইলে ডাক্তার তাহাকে প্রস্রাব পায়খানা ও ঘামের ঔষধ খাওয়াইয়া থাকে। এই ভাবে তাহার দেহের বিষ নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়। অনুরূপভাবে যে আধ্যাত্মিক বিষ সৃষ্টি হইয়া আত্মাকে কলুষিত করে, উহাকে নামায দূরিভূত করিয়া থাকে। কিন্তু এই বিষের একাংশ অতি সুক্ষ্ম হইয়া থাকে, যাহা ক্রমে ক্রমে দেহের মধ্যে পুঞ্জিভূত হইতে থাকে। এই বিষ পরিমাণে অতি সুক্ষ্ম হইলেও জমিতে জমিতে ক্রমে বিপুলাকার ধারণ করে এবং আমাদের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া ফেলে। তখন আমাদের প্রকৃতিও চায় এবং খোদাতা'লাও উহা বাহির করা প্রয়োজন বোধ করেন।

ফল কথা ঘণ্টার ঘণ্টার যে বিষ আমাদের অন্তরে জমে সেগুলিকে দূর করিবার জন্য যেমন দৈনিক পাঁচ বারের নামাযের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তেমনই সারা বছরের পুঞ্জিভূত বিষকে দূর করিবার জন্য রমযানের এক মাস রোজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পুরা কালে চিকিৎসকদের নিয়ম ছিল যে, তাঁহারা ধনী ব্যক্তিগণকে এক মাস কেবল ছানার জল খাওয়াইতেন এবং অন্য কোন খাদ্য দিতেন না। ইহার ফলে চিকিৎসাধীন ব্যক্তি অনুভব করিতেন যে, তাহার শরীরের সারা বছরের বিষ বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং তিনি এক নূতন জীবণ লাভ করিয়া নবদ্যোমে আবার কাজ আরম্ভ করিতেন। খোদা তা'লা আমাদের দেহে দৈনিক যে বিষ সৃষ্টি হয় তাহা দূর করিবার জন্য এক ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সারা বছরে যে বিষ জমা হয় তাহা বাহির করার আর এক ব্যবস্থা রাখিয়াছেন অর্থাৎ দৈনিক যে আধ্যাত্মিক বিষ সৃষ্টি হয় উহা দূর করিবার জন্য তিনি দৈনিক পাঁচ বারের নামাযের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সারা বছরে যে বিষ জমে তাহা দূর করিবার জন্য রমযানে এক মাসের রোজা রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। দুনিয়ার মানুষের জীবনে অনেক এবতেলা (পরীক্ষা বা বিপদাপদ) আসে। এইগুলি দুই প্রকারের হইয়া থাকে। প্রথম, যেগুলি খোদাতা'লার নিকট হইতে আসে এবং দ্বিতীয়, যেগুলি মানুষ স্বয়ং নিজের জন্য সৃষ্টি করিয়া লয়। এই এবতেলাগুলি দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক গ্লানি দূর হইয়া যায়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলিতেন যে, দুই প্রকারের এবতেলা মানুষের উপর আসিয়া থাকে। মোমেন এক প্রকারের এবতেলা নিজের জন্য যাচিয়া আনিয়া থাকে। যথা শীতকালে যখন মানুষ আরামে ঘুমাইয়া থাকে তখন সে নামাযের জন্য শয্যা ত্যাগ করে, ঠাণ্ডা পানিতে অযু করে এবং কোন কোন সময় ঠাণ্ডা পানিতে স্নান করিয়াও থাকে। ইহাও এক প্রকারের এবতেলা যাহা মোমেন নিজের হাতে সৃষ্টি করিয়া থাকে। যখন মোমেন এইভাবে নিজের হাত দ্বারা এবতেলা আনয়ন করে তখন খোদাতা'লা আপন এবতেলা হইতে তাহাকে রেহাই দেন।

রোজার জন্য আল্লাহ্‌তা'য়ালা একই নিয়ম নির্ধারিত করিয়াছেন। বান্দা যখন নিজের হাতে নিজের উপর এবতেলা আনে অর্থাৎ যখন কোন ত্রুটির জন্য সে অসুস্থ হইয়া পড়ে তখন খোদাতালা তাহার রোজা মাফ করিয়া দেন এবং বলেন যে, পরে রোজা রাখিয়া লইও। এরূপ না হইলে সারা বিষকে দূর করিতে বছরের মোমেনের জন্য একমাসের রোজা রাখা একান্ত প্রয়োজন। কারণ বিষের পরিমাণ বাড়িয়া গেলে উহা তাহার জন্য ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বছরে রমযান মাসের রোজা রাখে না এবং দ্বিতীয় বছরের রোজা আসিয়া যায় তখন তাহার মধ্যে দুই বছরের বিষ জমিয়া উঠিবে। যদি সে তিন বছর রোজা না রাখে তাহা হইলে তাহার মধ্যে বিষ জমিবে এবং ইহা তাহার জন্য নিশ্চয় মারাত্মক হইবে। ইহার ফলে তাহার মধ্যে এইরূপ কাঠিন্য এবং এরূপ দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি হইবে যে, খোদাতা'লা তাহার সম্মুখে আসিলেও তাঁহাকে সে চিনিতে পারিবে না। যেমন, কোন ব্যক্তি দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িলে তাহার অত্যন্ত নিকট আত্মীয় তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিলেও সে তাহা জানিতে পারে না।

অনেকে মনে করিয়া থাকে যে, তাহারা রোজা রাখিয়া খোদা তায়ালার উপর বড়ই এহসান (উপকার) করিয়াছে। এরূপ মনে করার মত বেওকুফী আর কিছুই নাই। চিকিৎসক কোন রোগীর রক্তক্ষরণ করিলে যদি সে মনে করে যে, সে রক্ত দিয়া ডাক্তারের

বড়ই উপকার করিয়াছে অথবা ডাক্তারের দেওয়া জোলাপে যদি পায়খানা হয় এবং সে যদি মনে করে যে, জোলাপ খাইয়া সে ডাক্তারের উপকার করিয়াছে তাহা হইলে তাহার অপেক্ষা বড় মুর্খ আর কে আছে? চিকিৎসা যতই তিক্ত হউক না উহা রোগীর জন্য কল্যান জনক। তেমনই নামাজের জন্য আমাদিগকে শীতকালে ঠাণ্ডা পানিতে অযু করিতে হইলেও ইহা আমাদের জন্য আল্লাহতায়ালার বিশেষ অনুগ্রহ, কারণ এই ব্যবস্থার দ্বারা আমাদের আভ্যন্তরিণ বিষ দূর হইয়া যায় এবং আমরা আল্লাহ্‌তায়ালাকে দেখিবার শক্তি লাভ করি। অনুরূপভাবে যখন কেহ রমজান মাসে উপবাস করে তখন সে খোদাতায়ালার উপর এহসান করে না বরং ইহা তাহার উপর খোদাতায়ালার এহসান যে, তিনি তাহার আধ্যাত্মিক গ্লানি দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। চিকিৎসক কি রোগীকে উপবাস রাখিতে বলে না? যখন কোন ব্যাক্তির যকৃৎ ও হজম শক্তি নষ্ট হইয়া যায় তখন ডাক্তার তাহাকে উপর্যুপরি আট দশদিন উপবাসে রাখে না? এরূপ উপবাসে রাখার জন্য কেহ কি কখনও ডাক্তারকে জালেম আখ্যা দিয়াছে? বরং এরূপ ব্যবস্থাপত্রকে মানুষ কল্যান জনক বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকে। কারণ এই উপবাসের দ্বারা তাহার অবশিষ্ট জীবন রক্ষাপ্রাপ্ত হয়। যদি তাহাকে উপবাসে রাখা না হইত তাহা হইলে তাহার অবশিষ্ট বিশ-বাইশ বছরের জীবন অকালে নষ্ট হইয়া যাইত। রমজানের রোজাও মানুষের অবশিষ্ট রুহানী জীবনকে কায়েম রাখার এক উপায় স্বরূপ। যদি কেহ এই উপবাসের কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত না থাকে তাহা হইলে তাহার আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটিবে। ইহার ফল অতীব সুপ্রকাশিত। ইহজগতের জীবন সাময়িক, পরকালের জীবন আসল এবং চিরস্থায়ী। যদি উহা নষ্ট হইয়া যায় তাহা হইলে উহা কি কল্যাণজনক হইবে?

সুতরাং এই মাসের মর্যাদা করা আমাদের কর্তব্য। এই দিনগুলির সদ্ব্যবহার করা উচিত। আমরা এই দিনগুলির যত বেশী সদ্ব্যবহার করিব আমাদের অন্তরস্থিত পুঞ্জিভূত বিষ ততই দূর হইয়া যাইবে, যেগুলি ভিতরে ভিতরে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে নষ্ট করিয়া দিতেছিল।

[১৭।১৯৪৯ তারিখে প্রদত্ত ১৯৬৫ ইসাব্দের ২৯শে ডিসেম্বরের আল-ফজল দ্রষ্টব্য।]

ত্যাগ—আজকের আলোকে

—মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান।

নেহায়েত সত্যকে অস্বীকার না করলে, এক কথা মানতে হবে যে, প্রতিটি মানুষ আজ আতঙ্কগ্রস্ত। নৈতিক ক্রম অধঃপতনের বন্যাকে কোন বাঁধ দ্বারা প্রতিহত করা সম্ভব কেউ ভেবে পাচ্ছেন না। আজ কাল দৈনিক পত্রিকা গুলিতে ভবিষ্যত আশা ভরষা, যুব সমাজের যে চিত্র দেখা যায় তাতে ভবিষ্যতে কোন এক অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কাকে সকলেই স্বীকার করছেন। কিন্তু দুখের বিষয় ভবিষ্যৎ বংশধর গনের এহেন দুরবস্থা দেখে প্রতিটি লোক যেন শুধু সমালোচনা করেই আনন্দ পান! এবং সে জন্য খুব রসিয়ে রসিয়ে সমালোচনাও করেন। এই মহা বিপদ থেকে পরিত্রানের কোন উপায় আছে কিনা কেউ মাটেই ভাবছেন না!

জানি, এসব কথা উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর মত অনেকের কাছে হাস্যকর ঠেকবে। তাই ঐ দিকে আর বেশী না গিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। আজ প্রতিটি আহ্‌মদী নিশ্চয় ভাবতে পারছেন এই মুহূর্তে আমাদের দায়িত্ব কত বিরাট ও মহান। যুগের ইমাম এই যুগে যে সব মহা প্রলয়ের কথা বলে ছিলেন আমার মনে হয় সব চেয়ে বড় প্রলয় বুঝি এই অধঃপতন! অন্য কেউ স্বীকার করুন আর না করুন, প্রতিটী আহ্‌মদী অন্ততঃ স্বীকার করবেন যে, কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যুব সমাজের এই নৈতিকতাকে ভাল পথে আনা সম্ভব নয়। কেননা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথে যুব সমাজের অধঃপতনের (?) পরিমানও বৃদ্ধি পাচ্ছে! এটা আমার বানানো কথা নয় বরং বাস্তব দৃষ্টি কোন থেকে পরিসংখ্যানেরই একটা ফলাফল বলতে পারেন।

সবচেয়ে চিন্তার কারণ হল এই যে, আজ অন্যায় এমন ব্যপক ভাবে করা হচ্ছে যার ফলে নানা সংজ্ঞা দিয়ে অন্যায়কে ন্যায় বলে চালনা করা হচ্ছে! কেননা, গণতন্ত্রের নিয়মে তো 'Majority must be granted'! এবং এখানেই সবচেয়ে বড় বিপদ। কেননা, চোর চুরি করে, এবং সে সেটাকে অন্যায় বলেই জানে। ফলে চোরের দ্বারা সমাজের বড় রকমের কোন ক্ষতির আশঙ্কা কম। কিন্তু যারা অন্যায়কে ন্যায় বলে চালাবার ক্ষমতা রাখেন তাদের দ্বারা সমাজের ধ্বংস কোন বিচিত্র ব্যাপার নয়। কারণ, অন্যায়কে ন্যায়ের সংজ্ঞায় যতই ফেলা হউক না কেন, তা থেকে প্রকৃত পক্ষে ক্ষতি বা অমঙ্গলই হবে। যদিও দৃষ্টি ভঙ্গির পার্থক্য জনিত কারনে অনেকে সেগুলিকে সমাজের মঙ্গল বলেই মনে করবেন। যেমনঃ—একদিন গান বাঁদ্যে মত্ত হওয়াটা ধর্মীয় দিক থেকে নিষেধ বলে গণ্য করা হত। কিন্তু আজ গান বাদ্য ছাড়া একটা জাতিকে কল্পনাই করা যায় না! এখন পাঠক নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে, এই গণ আদালতে বিচার হলে ন্যায় বিচার পাবার নিশ্চয়তা কতটুকু? সুতরাং আমাদেরকে নিজেদের বিচার বুদ্ধি নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। কোন অবস্থাতেই বেখেয়াল হলে চলবে না যে, সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ এমনি ধরনের ভুল ঢুকে পড়ছে।

তাই, আজ প্রতিটি আহমদীকে নুতন ভাবে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সময়ে এমন ত্যাগও স্বীকার করতে হবে যাতে নিজের অস্তিত্বই থাকে না বলে মনে হতে পারে। কিন্তু তবু পিছপা হলে চলবে না। কেননা প্রকৃত পক্ষে আমাদের কোন নিজস্ব অস্তিত্ব আছে কি? আহমদীয়াতের সংজ্ঞায় তো একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বকেই সবার উপরে স্থান দেয়া হয়েছে। এই কথা গুলি অনেকের কাছে মৌলভীদের ওয়াজ বলে মনে হতে পারে। তাই, বিনয়ের সাথে বলছি প্রকৃত দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করুন। এবং সভ্যতাকে রক্ষা করুন।

গভীর অন্ধকারই আলোর অধিক ঔজ্জ্বল্যের কারণ হয়, এই সত্যকে আজ আমাদের সামনে রাখতে হবে। আমাদের ভুললে চলবে না যে, আলো আর আধার একত্রে থাকতে পারেনা। বর্তমান মানব সভ্যতা যে ধ্বংস হবে তার বহু কারণ। প্রথমতঃ প্রতিটি ধর্মগ্রন্থে এই যুগে মহা প্রলয়ের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আজকের মানুষ এমন কায়দায় চলছে যাতে তাদের কাছে কোন ধর্মের কথা কেউ বলতে না পারেন। সুতরাং একমাত্র পথই খোলা আছে যা' নূহের যুগে দরকার হয়েছিল? তাই এখন তবলীগ দ্বারা বেশী কোন ফল আশা করা বৃথা। অন্য ব্যবস্থা দরকার যা' সময় মত স্বয়ং খোদাই গ্রহণ করবেন। এখন ভয় হচ্ছে, সেই মহা প্রলয়ে সবার সাথে আমরা ও ভেসে যাই কিনা! কেননা, আমরা তাদের কাছ থেকে নিজেদের কতটুকু সরিয়ে রাখতে পেরেছি সেই দূরত্বের উপরই আমাদের রক্ষা পাওয়া নির্ভরশীল।

এখন আমাদের অন্য কোন গ্রহে অথবা আলাদা কোন দ্বীপে গিয়ে বাস করতে হবে মনে করা ভুল হবে। আমাদেরকে আজ এমন ভাবে চলতে হবে যাতে কোন কার্য্য দোষে তাদের সাথে আমরাও দণ্ডিত না হই। আমাদেরকে গভীর অন্ধকার রাতের জোনাকির আলোর মত স্পষ্ট ভাবে আলাদা থাকতে হবে। যাতে সমাজের এই অন্ধকারে দূর থেকেই আমাদেরকে চেনা যায়। তাই সুস্থ বিচার বিবেচনার মাধ্যমে আমাদের ত্যাগ করে চলতে হবে সমাজের অনেক কিছু যা' সহজে মানুষকে ভুলাতে পারে।

আমাদের দায়ীত্ব এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এই দায়ীত্ব পালনেই এই আলোক ঝলমল্ সুন্দর সভ্যতা রক্ষা পেতে পারে! এই উপলব্ধি যদি আমাদের মাঝে সঠিক ভাবে না জাগে তবে এই সভ্যতা ধ্বংসের জন্য আমাদেরও জবাব দিতে হবে। এবং এর জবাব দিয়ে অন্ততঃ কোন আহমদী মুক্তি পাবেনা। কেননা, অন্যদের মত আমরাত অন্ধ ছিলামনা! অর্থাৎ আমরাই বা আমাদের চরিত্রই যদি অন্যদের সত্য পথে আসার বাধা হয়ে দাড়ায় তবে কোন্ যুক্তিতে আমরা মুক্তি আশা করতে পারি? তাই আমাদেরকে এমন হতে হবে যে, মানুষ যদি রক্ষা পেতে চায় অথবা যদি শান্তি চায় তবে একমাত্র আমাদের আশ্রয়েই যেন ছুটে আসতে বাধ্য হয়। যদি আমরাও এমন হয়ে যাই যে, আমাদের দেখে আহমদীয়াতকে কেউ নিরাপদ আশ্রয় বা 'সুরক্ষিত দুর্গ' মনে না করে, তবে এই সভ্যতা ধ্বংসের জন্য তথাকথিত আহমদীরাই বেশী দায়ী হবে। কেননা, আমাদের চরিত্রই অন্যদেরকে শান্তি নিকেতনের পথ দেখাতে ভুল করেছে! তবে ভয়ের তেমন কিছু নেই, কারন, পবিত্র কোরআন ও ইমাম মাহদীর (আঃ) শিক্ষা আমাদের হাতে রয়েছে।

সংবাদ

বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার [illegible] দিবস ব্যাপী সালানা ইজতেমা [illegible] ও করমে বিশেষ সফলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ৬ই আগষ্ট মোতাবেক ৬ই এখা [illegible] ঢাকা দারুত্তবলীগ আহমদীয়া মসজিদে রোজ শুক্রবার জুমার নামাজের পরে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুহতরম আমীর মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব দোয়ার মাধ্যমে উক্ত ইজতেমার উদ্বোধন করেন। বাংলাদেশের ১৯ টি মজলিস হইতে ১০৩ জন খোদ্দাম এবং [illegible] জন আতফাল এই মহান ইজতেমায় শরীক হন। উদ্বোধনী ভাষনে জনাব আমীর সাহেব বলেন যে যুব-সমাজই জাতির মেরুদণ্ড, তাহাদিগকে ইসলাম এবং আহমদীয়াতের পূর্ণ রঙ্গে রঙ্গিন হইতে হইবে। তিনি খোদ্দাম এবং আতফালকে মজলিসের আদব কায়দা মানিয়া চলিতে এবং নেজামের ইতায়াত করিবার জন্য উদাত্ত আহবান জানান। তিনি বলেন, শক্তি দ্বারা দুনিয়ার পরিবর্তন বা ইনকেলাব আনা সম্ভব নয়, একমাত্র আদর্শ স্থাপনের দ্বারাই তাহা সম্ভব। এই জন্যেই শিশু বয়স হইতেই সবাইকে ভালভাবে তালীম ও তরবীয়ত দিতে হইবে। ইজতেমার পূর্ণ সাফল্য কামনা করিয়া তিনি উদ্বোধনী ভাষন শেষ করেন। এই ইজতেমায় বিভিন্ন কার্যসূচী ও প্রতিযোগিতার মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত, নজম, বক্তৃতা, ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতিযোগিতাই বিশেষ ভাবে স্থান লাভ করে। এছাড়াও কোরআনের দরস, হাদিসের দরস, প্রশ্ন-উত্তর সভা এবং জামাতের বিশেষ বিশেষ বুজর্গের তরবীয়াতি বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। 'সিনেমা ও ধুমপানের অপকারিতা,' 'খেলাফতের [illegible] মসীহ [illegible] মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার গুরুত্ব' এই সকল বিষয়ে বক্তৃতা [illegible] প্রদান করেন [illegible] জামাতের আমীর জনাব [illegible] সাহেব, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর জনাব আবদুল সামাদ খান চৌধুরী এবং প্রফেসর শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব। [illegible] খোদ্দাম এবং আতফালের জন্য একটি মনোজ্ঞ খেলাধুলার কর্মসূচীও গ্রহন করা হয়। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারীগনের মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারীদের ইজতেমার সমাপ্তী অনুষ্ঠানে পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৭১-৭২ সালে মজলিসের কার্যাবলী ভাল ভাবে পরিচালনা করিবার জন্য ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিস প্রথম এবং চট্টগ্রাম মজলিস দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বাজেটকৃত পূর্ণ চাঁদা আদায় করিবার জন্য ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চট্টগ্রাম এবং ফাজিলপুর মজলিসকে "সনদে ইমতিয়াজ" দান করা হয়। ৮ই অক্টোবর মোতাবেক ৮ই এখা (হিঃ সাঃ) রোজ রবিবার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার বিতরণ করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর সাহেব। বিদায়ী ভাষন দান করেন, জনাব খলিলুররহমান সাহেব সদরে মুলক, বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং সভাপতির ভাষন দান করেন মোহতারম জনাব আমীর সাহেব। দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) ও তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পুণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুনঃ—

• The Holy Quran. with English Translation		Ta. 125.00
• The Introduction & Commentry of The Holy Quran	(5 vol.)	
• The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	Ta. 2.00
• Ahmadiyat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	Ta. 8.00
• Invitation to Ahmadiyat	,,	Ta. 8 00
• The Life of Muhammad (P. B.)	,,	Ta. 8.00
• The New World Order	,,	Ta. 3.00
• The Economic Structure of Islamic Society	,,	Ta. 2.50
• Islam and Communism	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	Ta. 0.62
• Attitude of Islam Towards Communism	Moulana A.R. Dard (R)	Ta. 1.00
• The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	Ta. 0.50
• কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ (আঃ)	Ta, 1.25
• ধর্মের নামে রক্তপাত	মীর্যা তাহের আহ্মদ	Ta. 2,00
• আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব	মৌলবী মোহাম্মদ	Ta. 1.00
• ইসলামেই নবুয়াত	,,	Ta. 0.50
• এফাতে ঈসা	,,	Ta. 0.50

ইহা ছাড়া :—

• বিভিন্নধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ, এবং বিনামূল্যে দেওয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র।

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্মদীয়া

৪নং বকশিবাজার রোড, ঢাকা-১

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Rabin Printing & Packages
For the Proprietors, Bangladesh Anjuman-e Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.